দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভর্তি বৈষম্য ও কোটা

শাকির আহমেদ শোয়েব

বিশ্বায়নের এ যুগে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব অসঙ্গতি ও বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।—

এসএসসি, এইচএসসি, জেএসসি ও পিএসসি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রতিটি প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে। জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কে অনেক শিক্ষার্থী ও সচেতন অভিভাবক অভিযোগ করলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফাঁস হওয়া প্রশ্নকে সাজেশন বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। ২০ নভেম্বর শুরু হওয়া পিএসসি পরীক্ষার প্রতিটি প্রশ্ন যখন একের পর এক ফাঁস হচ্ছিলো তখনও বোর্ড কর্তৃপক্ষ গতানুগতিক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্ন ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হাতে লিখে ও ফটোকপি করে বিক্রি করা হয়েছে। নামকরা কোচিং সেন্টার ফাঁস হওয়া প্রশ্নে তাদের কোচিংয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের মডেল টেস্ট পরীক্ষাও নিয়েছে। ফাঁস হওয়া সেই প্রশ্নেই পরীক্ষা নেওয়া হয়, যে প্রশ্নটি দেয়ালে চিকামারা থেকে শুরু করে ফেসবুক পেজে পর্যন্ত ছিল। বিগত ৮৯ বছরের স্বচ্ছতার ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে এবার প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সবকটি ইউনিটে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক ও নীরব ভূমিকা ভাবায়।

শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি ভর্তি বৈষম্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য হাতেগোনা ক'টি বিভাগ রেখে প্রথম সারির অন্য সবগুলো বিভাগ বন্ধ করে দেয়। ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পরও মাদ্রাসায় পড়ার অজুহাতে বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ভাষাবিজ্ঞানসহ প্রথম সারির প্রায় সবকটি বিষয়েই মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তিতে শর্তারোপ সংবিধানের সুস্পষ্ট পরিপন্থি। কেননা সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না"। এ বিষয় নিয়ে আইনি লড়াইয়ে মাদ্রাসার ছাত্ররা বারবার জয়ী হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন আদালতকে বারবারই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে।

বিসিএসসহ সকল সরকারি চাকরিতে ৫৫ ভাগ কোটা এবং ৪৫ ভাগ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা ৮০ নম্বর পেয়েও উত্তীর্ণ হয়নি। আর কোটাধারীরা মাত্র ৫০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৫৫% কোটার মধ্যে ১০% জেলা কোটা, ১০% নারী কোটা, ৫% উপজাতি কোটা ও ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটা। সংবিধানের ২৯ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাজের অনগ্রসর অংশ হিসেবে ১০% জেলা কোটার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ২৮ ও ২৯ ধারা অনুসারে নারীদের ১০% এবং উপজাতিদের ৫% কোটার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের অধিকাংশই খালি থেকে যায়। ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেছে প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৯৬ জনের ১৩৫ জন মেধায় এবং ১৬১ জন কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন। পররাষ্ট্র ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬ জনের মাত্র ৭ জনকে মেধায় এবং ৯ জনকেই কোটায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে ভুঁইফোড় মেধাবীদের বাদ দিয়ে তুলনামূলক কম মেধাবীদের প্রশাসনের নিয়োগ দেওয়ার ফলে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে। কোটা প্রথাকে জিইয়ে রেখে কেবল বৈষম্যকে দীর্ঘায়িত করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়